গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা-৩ শাখা

বাংলাদেশ রেলওয়ের "আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ১১ তম প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব
সভার তারিখ	১৪ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়
স্থান	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত ও জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি "আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)"শীর্ষক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং অন্যান্য বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন:

ক্র:	বিবরণ	বিস্তারিত তথ্যাদি
১.	**প্রকল্পের নাম:**	আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)
২.	**ডিপিপি অনুমোদনের তারিখ:**	১৬.০৮.২০১৬
৩.	**প্রকল্পের মেয়াদ:**	১লা জুলাই ২০১৬ হতে ৩১ শে, ডিসেম্বর ২০১৮।
		সর্বশেষ ৪র্থ দফায় ৩০.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের সুপারিশ পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪.	**অর্থায়নের উৎস:**	জিওবি ও ভারতীয় অনুদান
৫.	**প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:**	মোট: ৪৭৭.৮১ কোটি জিওবি: ৫৭.০৫ কোটি প্রকল্প সাহায্য: ৪২০.৭৬ কোটি
৬.	**প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি:**	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই/২৩ পর্যন্ত)
		ভৌত অগ্রগতি (%) : ৮৯% আর্থিক অগ্রগতি (%): ৭১%
৭.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**	ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারসহ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেল পরিবহনের মাধ্যমে আন্ত: যোগাযোগ স্থাপন করা এবং আখাউড়া হয়ে ভারতের আগরতলা পর্যন্ত নতুন রেল রুট স্থাপন করা।
৮.	**প্রকল্পের কার্যক্রম:**	ভূমি অধিগ্রহণ: ৫৬.৫১ একর ট্র্যাক নির্মাণ: ৬.৭৮ কি.মি. ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ: ১৩৫.৫ কি.মি.
৯.	**প্রধান প্রধান প্যাকেজ ভিত্তিক তথ্য:**	

	১.০	(ক) প্যাকেজ এর নাম	WD-I
		(খ) কাজের বিবরণ (মূল কাজ)	Construction of 10.01 km DG main line track and 4.25 km loop line track along with Bridge, Other Civil Works, General Requirements, Day works including supplying all requisite materials, equipment, plants & machineries, Labor & transportation costs (Bangladesh Portion) under the project " Construction of Akhaura-Agartala Dual Gauge Railway Link (Bangladesh Portion) Project.
		(গ) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	Texmaco Rail & Engineering Limited, Registered office Address: 24 Paragana (North), Kolkata-700056, West Bengal, India & Correspondence Office Address: Birla Mill Complex, G.T. Road Near Clock Tower, Delhi-110007
		(ঘ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	২১.০৫.২০১৮
		(ঙ) চুক্তি মূল্য	২৪০.৯১ কোটি টাকা।
		(চ) চুক্তির মূল মেয়াদ	২১.০৫.২০১৮ হতে ২৮.০১.২০২০ পর্যন্ত।
		(ছ) চুক্তির সংশোধিত মেয়াদ	২১.০৫.২০১৮হতে ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত ।
		(জ) কাজ শুরুর তারিখ	২৯.০৭.২০১৮।
		(ঝ) কাজের অগ্রগতি (জুলাই/২৩ পর্যন্ত)	ভৌত অগ্রগতি (%): ৮৮%
			আর্থিক অগ্রগতি (%): ৭১%
	২.০	(ক) প্যাকেজ এর নাম	SD-I
		(খ) কাজের বিবরণ	Implementing Agency (Consultancy Firm/NGO) for Implementation of Re-settlement plan for proposed railway link between Akhaura-Agartala (Bangladesh Portion) Project.
		(গ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	Knowledge Management Consultants (KMC) Ltd. House No # 09 (Level-3), Road # 1/B, Banani, Dhaka-1213.
		(ঘ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	৩১.১২.২০১৮।
		(ঙ) চুক্তি মূল্য	১.১৬ কোটি টাকা।
		(চ) চুক্তির মূল মেয়াদ	৩১.১২.২০১৮ হতে ১৫.০১.২০২০ পর্যন্ত ।
		(ছ) চুক্তির সংশোধিত মেয়াদ	৩১.১২.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত ।
		(জ) কাজ শুরুর তারিখ	১৫.০১.২০১৯।
		(ঝ) কাজের অগ্রগতি (জুলাই/ ২৩ পর্যন্ত)	• ভৌত অগ্রগতি (%): ৯৮% • আর্থিক অগ্রগতি (%): ৭০%

আলোচনা :

২.১ প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আবু জাফর মিঞা জানান যে, প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। প্রকল্পের ট্র্যাক লিংকিং এর কাজ ৯৭% সম্পন্ন হয়েছে। সকল- P-way Material প্রকল্প এলাকায় চলে এসেছে। তবে PSC Sleeper ১৫,৫৮৩ এর মধ্যে ১২, ৭৪৩ টি এসেছে। ব্যালাস্ট ২১,৮১৪ এর মধ্যে ১৫,৯০০ ঘনমিটার এবং Special Sleeper ১৯ সেটের মধ্যে ১৫ সেট এসেছে। স্ট্যাটিক সুইচ ও গ্লুড জয়েন্ট এখনো প্রকল্প এলাকায় এসে পৌঁছায়নি। কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ভবন, প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম শেড, ইন্সপেকশন হাউস এর কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। লেভেল ক্রসিং গেইট-১ এর রিটেইনিং ওয়াল এর কাজ বাকি আছে। লেভেল ক্রসিং গেইট-১ এর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরাবর জমা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৫ম দফায় ০১ বছর তথা ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে পরবর্তীতে WD-1 ও SD-1 প্যাকেজের চুক্তিপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। আগামী ২২/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখ পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভায় জানান।

২.২ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয় কাস্টমস শুল্ক সংক্রান্ত কোন সমস্যা আছে কিনা তা জানতে চান। জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৯ সালে ভারত হতে আমদানিকৃত PVD (Pre-fabricated Vertical Drain) বাংলাদেশে আনয়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত HS Code পরিবর্তন জনিত কারণে অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্ক ২.৮৩ কোটি টাকা আগামী ৩১/১০/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করবেন মর্মে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Indemnity Bond দাখিল করা হয়। Indemnity Bond এর শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত কাস্টমস শুল্কের ২.৮৩ কোটি টাকা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বেনাপোল এর অনুকূলে জমা প্রদান করা হলে প্রকল্পের জিওবি খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে পুনর্ভরণ করা হবে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে বর্ণিত চুক্তিপত্রের সংস্থান অনুযায়ী কাস্টমস শুল্ক পরিশোধে ব্যর্থ হলে Indemnity Bond এর উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক তাদের দাখিলকৃত বিল বা পারফরম্যান্স গ্যারান্টি হতে কর্তন করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা প্রদানের সুযোগ রয়েছে মর্মে উল্লেখ করত: বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বরাবর পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের BIN উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ভারত হতে মালামাল আনয়নে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

২.৩ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ০৮/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভায় জানা যায় যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সাথে তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ উদ্বোধন হবার পর দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে করে যত শীঘ্র সম্ভব বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা যায়। সভাপতি সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ প্রকল্পের উদ্বোধনের আগেই ভূমি অধিগ্রহণসহ পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ২৫/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রপার্টি অ্যাসেসমেন্ট কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন। সভার সকলেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

২.৪ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্পের অর্থায়ন হতে যে মসজিদ করে দেবার কথা ছিলো সে বিষয়ে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মসজিদের টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মসজিদ নির্মাণের টাকা ভ্যারিয়েশন অর্ডার এ অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, ভ্যারিয়েশন প্রস্তাব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে এখনো পাওয়া যায়নি। আইএমইডি প্রতিনিধি চলমান বর্ষাকালের সময় নব নির্মিত ট্র্যাক লাইনের কোথাও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ এর অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত: সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) প্রকল্পের উদ্বোধনের আগে ভূমি অধিগ্রহণসহ পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং পুনর্বাসন প্রস্তাব আগামী ২৫/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে প্রকল্প পরিচালক।

(খ) ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি উদ্বোধনের আগে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) প্রকল্পটি উদ্বোধনের পর যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

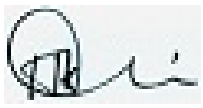

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৪.২২.৮৫

তারিখ: ৭ ভাদ্র ১৪৩০
২২ আগস্ট ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, বাজেট-৫)।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ)।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: মহাপরিচালক, সেক্টর-২)।

৪) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, এশিয়া জেইসি ও এফএন্ডএফ)।

৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, ভৌত অবকাঠামো উইং)।

৬) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্ম প্রধান, রেল পরিবহন উইং)।

৭) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।

৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১২) প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৪) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৫) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

১৬) প্রকল্প পরিচালক, “আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)” শীর্ষক প্রকল্প

১৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

১৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

জহুরা খাতুন
উপসচিব